

খরিদার বলে 'দর সকলের জানা।
 বাজারের দর এক-সের এক আনা।'
 তারক তড়ুল এনে তার ঠাই দিল।
 পাঁচ আনা দিয়া পাঁচ সের নিল।।
 তারকের নিকটে গৌসাই বসিয়া।
 বলিছেন মিস্ত্রভাষে হাসিয়া হাসিয়া।।
 'তড়ুলের মূল্য কেন পাঁচ আনা লও।
 দশ-পাই রেখে আর ফিরাইয়া দেও।।
 আনা আনা লহ যদি তড়ুলের দাম।
 মন্ত্রস্তর বলি তব হইবে দুর্নাম।।
 তড়ুলের একসের হ'লে অর্দ্ধ-আনা।
 কিনিতে বেচিতে কোন আটক থাকে না।।
 কিনিতেও ভাল আর বেচিতেও তাই।
 উভয়ের মনে কোন গোলমাল নাই।।'
 তারক বলিল 'প্রভু কেন কর মানা।
 বাজার চলতি দর সের এক আনা।।'
 গৌসাই কহিল মূল্য অর্দ্ধ আনা নি'ব।
 দাম জানিবারে কেন বাজারেতে যাব।।
 সাধুর বাজার বেদা বেদান্তের পার।।
 সৃষ্টছাড়া বেদছাড়া সাধুর বাজার।।
 গুরু-তরমূলে আনন্দবাজারে থাকি।
 ভবের লোভের হাটে আর কিরে ঢুকি।।
 ভিক্ষার তড়ুল খাস ভাষারের ধন।
 দরাদরি দিয়া কিবা আছে প্রয়োজন।।
 এইটুকু না ছাড়িতে পারিলে এবার।
 বল দেখি কিসে হ'ব বেদ-বিধি পার।।'
 এত শুনি তারক লইল দশ-পাই।
 দশ-পাই ফিরাইয়া দিলেন গৌসাই।।
 সেই হ'তে ভিক্ষার তড়ুল যত হয়।
 অর্দ্ধআনা মূল্যে সব করেন বিক্রয়।।
 চারি টাকা জমা হ'ল তারকের ঠাই।
 চারি টাকা নৌকা হ'তে আনিল গৌসাই।।

তারকেরে বলে 'এই টাকা তুমি লহ।'
 তারক বলিল 'প্রভু কেন টাকা দেহ।।
 গৌসাই বলিল এই টাকা দিব কেনে?
 তোমাকে দিতে পারিলে শাস্তি হয় প্রাণে।।
 তারক কহিছে 'প্রভু তব প্রাণে শাস্তি।
 এ বাক্য মানিতে বড় আমার অশাস্তি।।
 আমি কেন গ্রহণ করিব তব স্থান।
 তব কৃপাবলে মম হইবে কল্যাণ।।
 সামান্য অর্থের দ্বারা তুষিবে আমারে।
 বালকে পুতুল দিয়া মোহে যে প্রকারে।।
 অতুল রাতুল পদ দেহ মস্তকেতে।
 অন্যকে তুষিও প্রভু সামান্য ধনেতে।।'
 শুনিয়া গৌসাই তবে কহিছে গজ্জিয়া।।
 'তবে মোর টাকা দেহ শীঘ্র ফিরাইয়া।'
 তারক আনিয়া টাকা রাখিল চরণে।
 প্রভু বলে টাকা রাখ তব সন্নিধানে।।
 তব বাড়ী থাকি আমি শীতে কষ্ট পাই।
 একখানি কাঁথা হলে গায়ে দিব তাই।।
 গৃহ হ'তে তারক আনিল এক কাঁথা।
 গোস্বামীর পাদপদ্মে রাখিলেন তথা।।
 গৌসাই বলেন 'ঘরে কাঁথা এস খুয়ে।
 একখানি কাঁথা দেহ কিনিয়া আনিয়া।।'
 তারক কহিল 'কাঁথা কেহ নাহি বেচে।
 গৌসাই কহিল কায়স্থবাটীতে আছে।
 বাটীর নিকটে তব পশ্চিম দিকেতে।
 বিধবা দুইটি মেয়ে আছে যে বাড়ীতে।।
 সিংহ বাটী গেলে 'কাঁথা পারিবে কিনিতে।'
 শুনিয়া তারক যান তাদের বাটীতে।।
 জিজ্ঞাসিল কাঁথা নাকি করিবে বিক্রয়?
 তাহারা বলিল 'খরিদার পেলে হয়।।
 অমনি রমণী কাঁথা করিল বাহির।
 নির্দার্যা করিল মূল্য দুই টাকা স্থির।।